বিদেশি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আকর্ষণে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায় যুক্তরাষ্ট্র

ক্রিস্টোফার কোনেল - ১৭ জুলাই, ২০১৮

ফক্সকন উইসকনসিনে ১০ বিলিয়ন ডলারের একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের ঘোষণা দেওয়ার ১১ মাস পর ২৮ জুনের সেই যুগান্তকারী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতৃত্ব দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। (স্বত্ব: ইভান ভুচ্চি/এপি ইমেজেস)

শূন্যের নিচের তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণের একটি অত্যাধুনিক স্থাপনা নির্মাণের জন্য একটি ডাচ কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখে। তারা গভর্নরের অফিস থেকে শুরু করে ভবনের অনুমতি প্রদানকারী পৌরসভার পরিদর্শক পর্যন্ত সবার কাছ থেকে অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছে।

নেদারল্যান্ডসের নিউকোল্ড অ্যাডভান্সড কোল্ড লজিস্টিকের যুক্তরাষ্ট্র শাখার ব্যবস্থাপক জোনাস সোয়ারটাউ বলেন, 'আমাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ লোকে সত্যি লুফে নিয়েছে।' ওয়াশিংটনের ট্যাকোমায় নিউকোল্ড কোম্পানিটির ৯০ মিলিয়ন ডলারের একটি সংরক্ষণ গুদাম জোরেশোরে চালু আছে। আইডাহোর বার্লিতে দ্বিতীয় আরেকটি স্থাপনার পরিকল্পনা চলছে।

শত সহস্র প্যালেট দ্রুত সংরক্ষণ ও খুঁজে বের করার জন্য নিউকোল্ড রোবোট ব্যবহার করে। তবে তারা ফর্কলিফ্ট চালক, মেকানিক্স ও অন্যান্য কাজে ৫০ জনের বেশি লোক নিয়োগ করেছে।

সিলেক্ট ইউএসএ ইনভেস্টমেন্ট সামিটে সোয়ারটাউ বলেন, 'আমরা এখানে এসেছি যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল বাজার এবং এখানে পাওয়া বিপুল সুযোগ–সুবিধার কারণে...শুধু একটি [স্থাপনার] জন্য নয়, সম্ভাব্য আরও কয়েক শত স্থাপনার জন্য।' ওই সামিটে নিউকোল্ডের দ্বিতীয় স্থাপনার ঘোষণা দিতে সোয়ারটাউর সঙ্গে যোগ দেন আইডাহোর গভর্নর সি এল 'বুচ' অটার।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এ সামিটে অটারসহ আরও নয়টি অঙ্গরাজ্যের গভর্নর, পুয়ের্তো রিকোর গভর্নর এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার পাঁচ সদস্য বক্তব্য রাখেন ৩ হাজার অংশগ্রহণকারীর সামনে। এদের মধ্যে ছিলেন ১,২০০ বিদেশি বাণিজ্য প্রতিনিধি ও বিনিয়োগকারী। ওয়াশিংটনে ২০–২২ জুন এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নতুন বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করতে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য ও বিভিন্ন শহরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোও এতে উপস্থিত ছিল।

বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে বিশ্বের শীর্ষ দেশে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের এই উচ্চমাত্রার মনোযোগ ও আদরযত্ন প্রমাণ করে আরও বিনিয়োগকে স্বাগতম জানাতে দেশটি কতোটা উদগ্রীব।

আন্তর্জাতিক খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান জে আর সিম্প্লট কোম্পানির সাবেক প্রেসিডেন্ট অটার নিজে একজন দক্ষ উপস্থাপক। তিনি বলেন, 'আইডাহোতে আমরা ব্যবসার গতিতে ছুটি। সারা বিশ্বের কোম্পানিগুলো আমার কাছে আসছে।'

তিনি আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে কোম্পানিগুলো 'অন্য যে কোনো জায়গার চেয়ে... শস্তায় এবং দ্রুতগতিতে' বাজারে প্রবেশ করতে পারে।

বাণিজ্যমন্ত্রী উইলবার রস ৬০০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তির ঘোষণা দেন, যা ৬৫০টি কর্মসংস্থান তৈরি করবে। তিনি বলেন, ২০১৩ সালে প্রথম সামিটের পর থেকে এ পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীরা প্রায় ৯৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং ১ লাখ ৪০ হাজার কর্মসংস্থান তৈরি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত বৈদেশিক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো সব মিলিয়ে ৬ দশমিক ৮ মিলিয়ন লোক নিয়োগ করেছে।

অর্থমন্ত্রী স্টিভেন ম্নুচিন বলেন, সবল অর্থনীতি ও হ্রাসকৃত করের পরিপ্রেক্ষিতে 'আমেরিকায় বিনিয়োগ করা এবং আপনার ব্যবসা সম্প্রসারিত করার এর চেয়ে সুবর্ণ সময় আর কখনও আসেনি।'

ভারত ভিত্তিক বৈশ্বিক প্রযুক্তি–পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইনফোসিসের প্রেসিডেন্ট রবি কুমার বলেন, তার কোম্পানি কাস্টোমারদের আরও কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং এ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্রে ১০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, 'একত্রে সৃষ্টি ও একত্রে উদ্ভাবনের জন্য তাদের সঙ্গে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে।'

ইনফোসিসের প্রেসিডেন্ট রবি কুমার ইন্ডিয়ানাপোলিসে একটি প্রশিক্ষণ হাব সম্প্রসারণের ঘোষণা দেন। পরিকল্পিত চারটি হাবের মধ্যে এটি প্রথম। এগুলো ১০ হাজার লোক নিয়োগ করবে। (স্বত্ব: ড্যারন কামিংস/এপি ইমেজেস)

সুইজারল্যান্ডের বহুজাতিক কোম্পানি এবিবি গ্রুপ মিশিগানের অবার্ন হিলসে তাদের নতুন উৎপাদন কারখানা থেকে গত বছর প্রথম বাণিজ্যিক রোবোট বাজারে সরবরাহ করেছে। এটির প্রধান নির্বাহী উলরিচ স্পিয়েশহোফার প্রকল্পটি দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য কর্মকর্তাদের প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, 'গভর্নরের সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। আমরা এখন একটি উন্নতিশীল কারখানা তৈরি করতে পেরেছি, যেখানে ইতিমধ্যে ১,৫০০ কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে এবং সামনে এগোনোর পথে আমরা আরও বহু কর্মী নিয়োগ করতে যাচ্ছি।'

উইসকনসিনের শহরতলী র্যাচিনে বানানো একটি কারখানায় ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী তাইওয়ানের প্রতিষ্ঠান ফক্সকন। তারা ১৩ হাজার কর্মী নিয়োগ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২৮ জুনের যুগান্তকারী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, 'ফক্সকন বুঝতে পেরেছে, কারখানা স্থাপন, কর্মী নিয়োগ এবং ব্যবসা সম্প্রসারণে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথাও নেই।'